বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
(স্পেশাল অরিজিন্যাল জুরিজডিকশান)

রীট পিটিশন নং ১৯২৯/২০১০

ইন দি ম্যাটার অবঃ

গণপ্রজাতম্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ এর বিধান অনুযায়ী একটি দরখাস্ত।

ইন দি ম্যাটার অবঃ

মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন গং
---------- দরখাস্তকারীগণ।
বনাম
বাংলাদেশ গং
---------- প্রতিবাদীগণ।
জনাব মোঃ জাকির হোসেন, এ্যাডভোকেট
----------দরখাস্তকারী পক্ষে।
বাবু করুণাময় চাকমা
ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল
-- প্রতিবাদী পক্ষে।

শুনানী ও রায় প্রদান ঃ ১৫ মে, ২০১০খ্রিঃ

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ
এবং
বিচারপতি জনাব শেখ মোঃ জাকির হোসেন

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের ন্যায় সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত মেমো নং-সম/সওবা/টিম-১(সংস্থাপন সাং-কাঃ)-২৩/৯৪-১৭০ তারিখঃ ১৩/০৯/১৯৯৫ এবং মেমো নং-সম(কল্যাণ)অংশ-৩/৯০-৬৪ তারিখঃ ২৮/০৪/১৯৯৭ এবং মেমো নং-অম/অধি(বাস্ত-১)বিবিধ-১১/৯৮/১৩৪(২০০০)

তারিখঃ০১/০৬/১৯৯৯ ইং মূলে সমআচরণ না করিয়া দরখাস্তকারীদের প্রতি কৃত বৈষম্যমূলক ও অযৌক্তিক আচরণকে চ্যালেঞ্জসহ তাহাদের একই নতুন জাতীয় বেতন স্কেল অনুযায়ী স্কেল নির্ধারণ পূর্বক প্রশাসনিক কর্মকর্তার পদ বিন্যাসসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড পদ মর্যাদায় উন্নীত করার নির্দেশের প্রার্থনায় অত্র রীট পিটিশনটি দায়ের করিয়াছেন। মাননীয় আদালতের একটি বিজ্ঞ দ্বৈত বেঞ্চ প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত মর্মে রুল নিশি জারী করেনঃ

> "Let a Rule Nisi be issued calling upon the Respondents to show cause as to why they should not be directed to grant class II Gazetted status to the Upper Division Assistant and equivalent posts and Superintendent and other equivalent post of the Directorate of Food as granted to the Upper Division Assistnat of Bangladesh Secretariat and High Court Division under different National Pay scale and memos and/or such other or further passed as to this Court may seem fit and proper.
>
> The Rule is made returnable within 4 (four) weeks from date.
>
> Requisites to be put in for service of notices upon the respondents in usual course and through registered post".

রুলটি নিষ্পত্তির স্বার্থে রীটের ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, দরখাস্তকারীগণ যথাযথ প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া টাইপিষ্ট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন

বিভাগে 'এ্যানেক্সার-এ' অনুযায়ী বর্ণিত পদের বেতন স্কেলে যোগদান করেন। তৎপর দরখাস্তকারী যোগ্যতার ভিত্তিতে 'এ্যানেক্সার-বি' মূলে উচ্চমান সহকারী হিসাবে পদোন্নতি লাভ করেন। জাতীয় বেতন স্কেলের (৩৭০-৭৪৫/-নির্ধারণ পূর্বক পূর্বতন পর্যায়ের বেতন পাইতেছেন, ১৯৭৭ সালের ঘোষিত পে-স্কেল অনুযায়ী। যাহার ২০০৫ সালের নতুন স্কেল অনুযায়ী ৩৩০০-৬৯৪০/-।

২নং দরখাস্তকারী একই মন্ত্রণালয়ে নিম্নমান সহকারী হিসাবে ০৯/০৯/১৯৭২ সালে 'এ্যানেক্সার-সি' মূলে যোগদান করেন এবং 'এ্যানেক্সার-সি-১' মূলে উচ্চমান সহকারী ও প্রধান সহকারী পদে পদোন্নতি লাভ করেন। উচ্চমান সহকারী বাংলাদেশ সচিবালয় কর্মরতদের সঙ্গে দরখাস্তকারীগণ ও উচ্চমান সহকারী হিসাবে একই পে-স্কেল ৩৭০-৭৪৫/- টাকা বেতন পাইতেন এবং প্রধান সহকারী হিসাব রক্ষক/সুপারিনটেনডেন্ট এবং স্টেনোগ্রাফার ৪০০-৮২৫/- টাকার এই স্থলে উপরোক্ত মন্ত্রণালয়ের মত বেতন পাইতেন। কিন্তু ১০/০৮/১৯৮১ ইং তারিখের প্রজ্ঞাপন নং MF(ID)V/R(6)/78/1031 মূলে ৩নং প্রতিবাদী কর্তৃক বাংলাদেশ সচিবালয়ের উচ্চমান সহকারীদের বেতন স্কেল ৪০০-৮২৫/- টাকায় উন্নীতসহ তাহা ০১/০৭/১৯৭৭ সাল হইতে কার্যকর হইবে মর্মে নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু দরখাস্তকারীদের বেতন স্কেল পূর্ববৎ থাকে। অতঃপর ১৯৮৫ সালে প্রজ্ঞাপন নং-এস,আর,ও৩৫৪-এল/৮৫/এম,এফ/এফডি(আইএমপিটি)১/এম,এন,এস-১৬-৮৫-৫৮ তারিখ ০৫/০৮/১৯৮৫ মূলে ৩৭০-৫৪৫/- টাকার স্থলে ৮০০-১৬৭০/- পে-স্কেল ঘোষণা করা হয়। তৎপরও বাংলাদেশ সচিবালয়ের উচ্চমান সহকারীদের বেতন স্কেল ০১/০৭/১৯৯১ সালে বর্ধিত হইয়া যেখানে ১৪৭৫/-৩১৫০/-টাকা সহকারীদের

পে-স্কেল নির্ধারিত হয় ১৩৭৫-২৮৭০/-টাকা। তৎপর ১৩/০৯/১৯৯৫ ইং তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সচিবালয়ের উচ্চমান সহকারীদের পদবী প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসাবে পরিবর্তন করা হয় যদিও তাহাদের পদের দায়িত্ব সুবিধা/বেতন স্কেল, কর্মপরিধি ও পদমর্যাদা অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রেও একই পদ মর্যাদার হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রদর্শিত হয়। পরবর্তীতে ২৮/০৪/১৯৯৭ ইং তারিখের প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের পদ ২য় শ্রেণীর গেজেটেড পদ মর্যাদায় উন্নীতসহ বেতন স্কেল নির্ধারিত হয় ১৭২৫-৩৭২৫/- টাকা; যদিও প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ থাকে যে পদ মর্যাদা উন্নীত করণের পর পদ সমূহের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি পূর্বের ন্যায় বলবৎ থাকিবে। ২১/১০/১৯৯৭ সালে ঘোষিত এস,আর, ও নং-২৪২ মূলে প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং ব্যক্তিগত কর্মকর্তাদের নতুন স্কেল অনুযায়ী বেতন নির্ধারিত হয় ২৫৫০-৫৫০৫/- টাকা কিন্তু উচ্চমান সহকারী সুপ্রীম কোর্ট এবং দরখাস্তকারীদের বেতন স্কেলে হয় ২১০০-৪৩১৫/- টাকা। তৎপর ০১/০৬/১৯৯৯ ইং তারিখের প্রজ্ঞাপনে বাংলাদেশ সচিবালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বেতন স্কেল ৩৪০০-৬৬২৫/-টাকা পুনরায় নির্ধারিত হয়।

জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৫ যাহার এস,আর,ও নং-১১৯-আইন/২০০৫/অম/অবি(বাস্তঃ-১)জাঃ বেঃ স্কেল-১/২০০৫/৭৩ তারিখঃ ২৮/০৫/২০০৫ এর বরাতে সচিবালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং ব্যক্তিগত কর্মকর্তাদের বেতন ৩৪০০-৬৬২৫/- টাকা হইতে ৫১০০-১০৩৬০/- টাকার স্কেলে পুনঃ নির্ধারিত হয় কিন্তু খাদ্য বিভাগ ও সুপ্রীম কোর্টের উচ্চমান সহকারী পদবীধারী কর্মকর্তা পান ৩৩০০-

৬৯৪০/- এবং প্রধান সহকারী পদবী ধারী পান ৩৫০০-৭৫০০/- টাকা যাহা সচিবালয়ের একই পদমর্যাদার পদবী ধারীদের চেয়ে অনেক কম।

সর্বশেষ ২০০৯ সালে ২৫৫ নং এস,আর,ও তারিখ ০২/১২/২০০৯ মূলে ঘোষিত জাতীয় বেতন স্কেল অনুযায়ী সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তাদের স্কেল যেখানে নির্ধারিত হয় ৮০০০-১৬৮৪০/- সেখানে উচ্চমান সহকারী খাদ্য বিভাগ এর বেতন স্কেল নির্ধারিত হয় ৫২০০-১১২৩৫/- এবং প্রধান সহকারীদের বেতন স্কেল হয় ৫৫০০-১২০৯৫/- টাকা।

অতঃপর হাইকোর্টের একজন উচ্চমান সহকারী সচিবালয়ের স্টাফদের মত পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রদান না করিয়া তাহার বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করার জন্য সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদ এর মৌলিক অধিকার বলবৎ এর জন্য তা হার প্রতি বৈষম্যমূলক ও স্বেচ্ছাচারীমূলক আচরণকে চ্যালেঞ্জ করিয়া সচিবালয়ের সমপর্যায়ের স্টাফদের প্রতি যেরূপ সুযোগ সুবিধা এবং পদমর্যাদা প্রদান করা হইয়াছে তাহার নির্দেশ প্রার্থনায় রীট পিটিশন ৭৪৭৮/২০০৩ দায়ের করিলে উক্ত রীট পিটিশনের রুল এ্যাবসলিউট হয় এবং তৎ পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের উচ্চমান সহকারীদের প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ দ্বিতীয় শ্রেনীর গেজেটেড পদমর্যাদা এবং বেতন স্কেল ও নির্ধারিত হয় ৫১০০-১০৩৬০/- যাহার মেমো নং-বিচার২/১পি-৩/৯৪-১২১৩ তারিখ ২৭/০৫/২০০৮।

কিন্তু অত্র দরখাস্তকারীদ্বয় একই পদমর্যাদা ও দায়-দায়িত্ব পালন করিলেও তাহাদের লিখিত অভিযোগ এবং ৫নং প্রতিবাদীর পক্ষের সুপারিশকৃত অনুরোধ আমলে না নিয়া তাহাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করিতে থাকিলে দরখাস্তকারীগণ

নিরুপায় হইয়া তাহাদের বিজ্ঞ আইনজীবী সাহেব এর মাধ্যমে ২৪/০২/২০১০ ইং তারিখে নোটিশ ডিমান্ডিং জাস্টিজ প্রেরণ করেন কিন্তু কোন ফলোদয় না হওয়ায় প্রচলিত আইনে অন্য কোন সমপ্রদফলের বিধান না থাকায় সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদে অত্র রীট পিটিশন দায়ের করিয়াছেন, যাহার পরিপ্রেক্ষিতে অত্র রুল নিশি জারী হইয়াছে।

রুলটি শুনানীকালে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ জাকির হোসেন একটি সম্পূরক হলফনামা দাখিল করেন যাহা রীট পিটিশনের অংশ হিসাবে গণ্য হইল। অতঃপর তিনি নিবেদন করেন যে, ১নং দরখাস্তকারী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের আওতায় খাদ্য অধিদপ্তরে যথাযথ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে টাইপিস্ট হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং তৎপর যোগ্যতার পরখে উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চমান সহকারী এবং প্রধান সহকারীর পদে পদোন্নতি লাভ করেন এবং ২নং দরখাস্তকারী একই মন্ত্রণালয়ে যথাযথ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিম্নমান সহকারী হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং তৎপর যোগ্যতার পরখে উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চমান সহকারী পদে পদোন্নতি লাভ করেন (এ্যানেক্সার-সি-সি-১) এই একই পদে দীর্ঘ দিন যাবৎ কর্মরত আছেন। কিন্তু সমপদ মর্যাদা ও দায়িত্ব কর্তব্যের অধিকারী হওয়া সত্বেও কেবলমাত্র সচিবালয়ের কর্মরত উচ্চমান সহকারী/প্রধান সহকারীদের বিগত ১৩/০৯/১৯৯৫ ইং তারিখের স্মারক নং-সম/সওবা/টিম-১(সংস্থাপন-সাঃকাঃ)-২৩/৯৪/১৭০ মূলে তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কোনরুপ পরিবর্তন না করিয়া প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদবীতে উন্নীত করা হয়। অতঃপর উক্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ব্যক্তিগত কর্মকর্তাদের ১৮/০৪/১৯৯৭ ইং

তারিখের জারীকৃত স্মারক নং-সম(কল্যাণ)অংশ-৩/৯০-৬৪ মূলে ২য় শ্রেণীর গেজেটেড পদমর্যাদাসহ তাহাদের বেতন স্কেল নির্ধারিত হয় ১৭২৫-৩৭২৫/- টাকায়। পরবর্তীতে সচিবালয়ের উক্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বেতন স্কেল ০১/০৬/১৯৯৯ ইং তারিখের জারীকৃত স্মারক নং-অম/অবি(বাস্ত-১)বিবিধ-১১/৯৮/১৩৪(২০০০) মূলে ৩৪০০-৬৬২৫/- টাকায় (১০ নং স্কেলে) স্কেলে উন্নীত করা হয়। কিন্তু দরখাস্তকারীদের ব্যাপারে অমানবিক ও বিমাতা সুলভ আচরণ করিয়া এই সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টর হাইকোর্ট বিভাগের উচ্চমান সহকারী পদবীধারীদের বেলায় একই রুপ বৈসাদৃশ্য ও অযৌক্তিক আচরণ করিলে তাহাদের একজন অত্র আদালতের স্মরণাপন্ন হইলে মহামান্য আদালত তাহার আবেদন বিবেচনা করিয়া মৌলিক অধিকার যাহা সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে নিশ্চয়তা প্রদান করিয়াছে তাহা ক্ষুন্ন হইয়াছে মর্মে আদেশ দেন তথা রীট পিটিশন ৭৪৭৮/২০০৩ এর জারীকৃত রুল এ্যাবসলিউট হয়। তিনি সর্বশেষ নিবেদন করেন যে, বাংলাদেশ সচিবালয়ের উচ্চমান সহকারী/প্রধান সহকারী এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের উচ্চমান সহকারীদের ন্যায় দরখাস্তকারীগণ ও সমপদমর্যাদা ও দায়িত্বের অধিকারী হওয়া সত্বেও সংবিধানের ২৭ ও ২৯ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তাহাদের সম অধিকার/সুযোগ সুবিধা না দেওয়ায় তাহাদের উপর বৈষম্যমূলক অযৌক্তিক, অমানবিক আচরণ করা হইয়াছে যাহা স্বেচ্ছাচারমূলক এবং অসাংবিধানিকসহ মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী বিধায় দরখাস্তকারীগণ মৌলিক অধিকার বলবৎ করার নিমিত্তে অত্র আদালতে স্মরণাপন্ন হইয়াছেন। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, একই বিষয়ের উপর জারীকৃত রুল নিশি

অত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক রুল এ্যাবসলিউট হইয়াছে যাহার রীট পিটিশন নং-৭৩৩১/২০১০, যাহা সম্পূরক হলফনামা আকারে 'এ্যানেক্সার-কিউ' মূলে দাখিল করা হইয়াছে।

অন্যদিকে প্রতিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল বাবু করুণাময় চাকমা এফিডেভিট-ইন-অপজিশন দাখিল ব্যতীত মৌখিকভাবে রুলের বিরোধিতা করিয়া নিবেদন করেন যে, যদিও দরখাস্তকারীগণ সরকারী কর্মচারী কিন্তু তাহাদের বেলায় সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের এবং বাংলাদেশ সচিবালয়ের কর্মচারীদের মত একই সুযোগ সুবিধা প্রযোজ্য নয়। এই বিষয়ে তিনি কোন আইন বা বিধি বিধান দেখাইতে পারেন নাই। অধিকন্তু তিনি নিবেদন করেন যে, দরখাস্তকারীদের রীট আবেদন অত্র কলাবরে রক্ষণীয় নহে কেননা সংবিধানের ১১৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দরখাস্তকারীদের বিকল্প প্রতিকার পাওয়ার সুস্পষ্ট বিধান রহিয়াছে সেহেতু দরখাস্তকারীগণদের প্রথমে সেই প্রক্রিয়া শেষ করিয়া আসিতে হইবে; বিধায় রীট পিটিশনটি রক্ষণীয় নয় মর্মে রুলটি খারিজ হইবে।

আমরা উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত শ্রবণ করিলাম এবং দরখাস্তকারীদের দরখাস্ত নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করিলাম। ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, দরখাস্তকারীগণ 'এ্যানেক্সার-এ' বি,সি,সি-১ অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর খাদ্য ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন খাদ্য অধিদপ্তরে কর্মচারী তথা সরকারী কর্মচারী যাহা (এ্যানেক্সার-ও-ও-১) যাহা ২নং প্রতিবাদী বরাবরে ৫নং প্রতিবাদী কর্তৃক প্রেরিত যেখানে স্বীকৃত।

উল্লেখিত এ্যানেক্সার সমূহ অনুযায়ী প্রতিবাদীদের স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারীগণ সরকারী কর্মচারী/কর্মকর্তা। সেই হিসাবে তাহারা সংবিধানের তৃতীয় ভাগে নিশ্চয়তা প্রদত্ত মৌলিক অধিকার ভোগের সমান অধিকারী যাহা সংবিধানের ২৭ এবং ২৯ নং অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা প্রদান করিয়াছে। ২৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী"। ২৯ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী (১) "প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।" (২) " কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।" সংবিধানের এই ধরণের সুস্পষ্ট ও বাধ্যতামূলক বিধান থাকা সত্ত্বে ও প্রতিবাদীগণ দরখাস্তকারীদের প্রতি কিভাবে বৈসাদৃশ্যমূলক, অযৌক্তিক, অমানবিক আচরণ করিয়া আসিতেছেন তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। অধিকন্তু যখন দরখাস্তকারীগণ পক্ষ হইতে বার বার প্রতিকারে অভিযোগ (গ্রিভেন্স) দেওয়া হইতেছে এবং তাহাদের বিজ্ঞ আইনজীবীদের মাধ্যমে ইতিপূর্বে অত্র মাননীয় আদালতের গৃহীত সিদ্ধান্তের অনুলিপিসহ তাহার কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ জানাইয়া নোটিশ ডিমান্ডিং জাস্টিজ দেওয়া হইয়াছে যেখানে প্রতিবাদীদের বোধোদয় না হওয়া আমলাতান্ত্রিক জটিলতারই বহিঃপ্রকাশ বলিয়া দরখাস্তকারীদের ধারণা হইলে অত্যুক্তি হইবে না।

আমরা একটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করিব; তাহা হইল বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এর নিবেদন অনুযায়ী দরখাস্তকারীদের রীট পিটিশনটি

সংবিধানের ১১৭ নং অনুচ্ছেদের শর্ত অনুযায়ী ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারের অন্তগর্ত কিনা? যাহার ফলে রুলটি যথাযথ কলাবরে (ফোরাম) না হওয়ার জন্য রক্ষণীয় নহে মর্মে খারিজ হইবে।

বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে অনুধাবনের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৭ নং অনুচ্ছেদ এখানে হুবহু অনুদৃত হইল;

"১১৭। (১) ইতঃপূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে বা ক্ষেত্রসমূহ হইতে উদ্ভুত বিষয়াদির উপর এখতিয়ার-প্রয়োগের জন্য সংসদ আইনের দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেনঃ

(ক) নবম ভাগে বর্ণিত বিষয়াদি এবং অর্থদন্ড বা অন্য দন্ডসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মের শর্তাবলীঃ

(খ) যে কোন রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের চালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং অনুরুপ উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষে কর্মসহ কোন আইনের দ্বারা বা অধীন সরকারের উপর ন্যস্ত বা সরকারের দ্বারা পরিচালিত কোন সম্পত্তির অর্জন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও বিলি ব্যবস্থা;

(গ) যে আইনের উপর এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (৩) দফা প্রযোজ্য হয়, সেইরুপ কোন আইন।

(২) কোন ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হইলে অনুরুপ ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারের অন্তর্গত কোন বিষয়ে অন্য কোন আদালত কোনরুপ কার্যধারা গ্রহণ করিবেন না বা কোন আদেশ প্রদান করিবেন না;

তবে শর্ত থাকে যে, সংসদ আইনের দ্বারা কোন ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা বা অনুরুপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের বিধান করিতে পারিবেন।"

অত্র অনুচ্ছেদের প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল যে সকল বিষয়ে এখতিয়ার প্রয়োগ করিতে পারিবেন তাহা অত্র দরখাস্তকারীদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র চাকুরী সংক্রান্ত অবস্থা এবং শর্তাবলী সম্পর্কে কোন প্রশ্নের উৎপত্তি ঘটিলে এবং যাহা সংবিধানের ১১৭ নং অনুচ্ছেদের (ক) উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধানের নবম ভাগে বর্ণিত বিষয়াদি এবং অর্থদন্ড বা অন্য দন্ডসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মের শর্তাবলী সংক্রান্ত সংশ্লিষ্টতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে সংবিধানের নবম ভাগে ১৩৩-১৪১টি অনুচ্ছেদ রহিয়াছে যাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে দেখা যায় ১৩৩ হইতে ১৪১ নং অনুচ্ছেদের ফুটনোটে যথাক্রমে ক্রমিক অনুযায়ী লেখা আছে; "নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী, কর্মের মেয়াদ; অসামরিক সরকারী কর্মচারীদের বরখাস্ত প্রভৃতি; কর্মবিভাগ পুনর্গঠন; কমিশন প্রতিষ্ঠা; সদস্য নিয়োগ; পদের মেয়াদ; কমিশনের দায়িত্ব; বার্ষিক রিপোর্ট" ইত্যাদি কিন্তু এই নবম ভাগের অনুচ্ছেদে কোথাও বলা নাই প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হইলে এবং যাহা সংবিধানের ২৭ এবং ২৯ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের ক্ষেত্রে সমপ্রয়োগযোগ্য তাহার বিরুদ্ধে ১১৭ নং অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী গঠিত ট্রাইব্যুনালের স্মরণাপন্ন ছাড়া আর কোন উপায় নাই। অত্র দরখাস্তকারীগণ অত্র আদালতের দ্বারস্থ হইয়াছেন কর্মের শর্ত বা অবস্থানের বিষয় নিয়া নহে, তাহারা অত্র রীট পিটিশন দায়ের করিয়াছেন তাহাদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, যাহা সংবিধানের ২৭ এবং ২৯ অনুচ্ছেদে তাহাদেরকে নিশ্চয়তা প্রদান করা হইয়াছে। সংবিধানের ২৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। ২৯(১) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ

লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে। দরখাস্তকারীগণ প্রজাতন্ত্রের সম পদমর্যাদা ও দায়িত্ব কর্তব্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের বঞ্চিত করিয়া কেবলমাত্র সচিবালয়ের কর্মরত উচ্চমান সহকারী/প্রধান সহকারীগণকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদবী প্রদান, দ্বিতীয় শ্রেনীর গেজেটেড পদমর্যাদায় ভূষিত ও ১০তম বেতন স্কেলে উন্নীত করণ করা হইয়াছে, যাহা দরখাস্তকারীগণদের বেলায় করা হয় নাই একাধিকবার অভিযোগ (গ্রিভেন্স) দেওয়া সত্বেও। এক্ষেত্রে বলা যায় যে, যে দরখাস্তকারীগণ তাহাদের চাকুরী/কর্মের নিয়োগের শর্তে বা অবস্থার বিষয়কে চ্যালেঞ্জ করিয়া এই রীট পিটিশন করেন নাই। তাহারা আসিয়াছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে অন্যদের মত তাহাদেরও সমভাবে মৌলিক অধিকার ভোগের যে নিশ্চয়তা প্রদান করিয়াছে তাহারা তাহা হইতে প্রতিবাদীদের কর্তৃক স্বেচ্ছাচারীমূলক অযৌক্তি ও বে-আইনীভাবে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহা চ্যালেঞ্জ করিয়া, সে ক্ষেত্রে সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধানের তৃতীয় ভাগের অর্পিত অধিকারীসমূহের যে কোন একটি বলবৎ করিবার জন্য প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলীর সহিত সম্পর্কিত কোন দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইকোর্টের উপযুক্ত নির্দেশাবলী বা আদেশাবলী প্রদানের ক্ষমতাকে প্রয়োগের প্রত্যাশায়। তাই দরখাস্তকারীগণের রীট পিটিশন সংবিধানের ১১৭ নং অনুচ্ছেদের আওতায় ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার বহির্ভূত, বিধায় দরখাস্তকারীগণ সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী মৌলিক অধিকার বলবৎ এর জন্য যথার্থ কলাবরে (ফোরাম) অত্র রীট পিটিশন দায়ের করিয়াছেন বলিয়া আমাদের অভিমত।

এ ক্ষেত্রে মোঃ আশ্রাফ আলী (মুকুল)-বনাম-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর মধ্যে মীমাংসিত রীট পিটিশন ৭৪৭৮/২০০৩ এর নজির গ্রহণীয়, সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "On the question of forum, it is very true that the petitioner is in the service of the Republic of Bangladesh. He is posted in the office of the High Court Division of the Supreme Court. As such, any grievance with regard to the terms and conditions of his service, the Administrative Tribunal is the proper forum. But in this case his fundamental right to be treated equally with other similarly placed employees of the Republic and his entitlement to equal protection of law under Article 27 of the Constitution is involved".

এ বিষয়ে আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের মজিবুর রহমান-বনাম-বাংলাদেশ ৪৪ ডি,এল,আর,(এডি) ১১১ মোকদ্দমার নজির এখানে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য এবং যথাযথ সেখানে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে;-

> ”The Administrative Tribunal Act, 1981 has been passed providing for Administrative Tribunals to deal with disputes regarding service matters; parliament does not call it a court, nor has conferred in the power of enforcement of fundamental rights”. (The Constitutional law of Bangladesh by Mahmudul Islam para 5.27, page-454).

দরখাস্তকারীগণের গ্রিভেন্স যে বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদের আওতায় গঠিত ট্রাইব্যুনালের বিচার্য বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত নহে তাহার সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনামূলক আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের বাংলাদেশ প্রতিনিধিত্বে সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় গং-বনাম-মোঃ আবদুর রশিদ গং মোকদ্দমায় গৃহিত হয়, যাহা

১২বিএলসি(এডি০ ২০০৭, ১৪২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত, সেখানে মহামান্য আপীল বিভাগ নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন;

> "The main contention raised on behalf of the petitioners that the respondents being Government servants the writ petition is not maintainable there being other remedy available to them before the Administrative Tribunal. It appears that the persistent case advanced on behalf of the respondents is that they have been discriminated in the matter of fixation of pay scale and granting of selection grade and their fundamental right of equal treatment as enshrined in the Constitution being violated they had no other alternative but to move the High Court Division in its writ jurisdiction as they could not ventilate the grievance of violation of their fundamental rights before the Administrative Tribunal. The wrong complained of being inextricably mixed up, the High Court Division was justified to lay its hand in writ jurisdiction for prevention of injury and vindication of justice and to protect fundamental rights of enjoying equal protection of law and equal opportunity of the writ petitioners in their employment, there being flagrant violation of the rights. "

৫৯ ডি,এল,আর (এডি) ৫৪ নং পৃষ্ঠায় বাংলাদেশ-বনাম-মোঃ সামসুল হক মোকদ্দমায় ও আমাদের সর্বোচ্চ আদালতে একইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যাহা নিম্নরূপঃ

> "Since the writ petitioners' relief could not have been obtained by a supplemental role performed by the Tribulnals the writ petition have rightly invoked the

jurisdiction of the High Court Division under Article 102(1) of the Constitutiion and so the writ petition were fully maintainable."

এমতাবস্থায় উপরোক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে ইহা মীমাংসিত সিদ্ধান্ত যাহা রীতিতে পরিনত হইয়াছে যে, চাকুরীর ক্ষেত্রে কাহারও উপর বৈষম্যমূলক আচরণ করা হইলে তিনি সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকার যাহা সংবিধানের ২৯ (১) অনুচ্ছেদে নিশ্চয়তা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা বলবৎ এর নিমিত্তে হাইকোর্ট বিভাগে রীট পিটিশন দাখিল করিতে পারিবেন এবং এক্ষেত্রে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এর বক্তব্য সমর্থনযোগ্য নয় বিধায় তাহা বিবেচনা নেওয়ার কোন অবকাশ নাই।

বর্ণিত রীট পিটিশন নং-৭৪৭৮/২০০৩ এর রুলটি চূড়ান্ত (এ্যাবসলিউট) হইলে; উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ পক্ষে অর্থ মন্ত্রণালয় মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে লীভ পিটিশন দায়ের করেন। কিন্তু উক্ত লীভ পিটিশন খারিজ হয়।

অতঃপর উক্ত রায়ের আলোকে রায়ের নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্তে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিচার শাখা-২, স্মারক নং-বিচার-২/পি-৩/৯৪/১২১৩ তারিখঃ ২৭.০৫.২০০৮ খ্রিঃ মূলে উল্লেখিত রীট পিটিশনের প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়ন করেন; যাহা 'এ্যানেক্সার-এফ' হিসাবে অত্র রীট পিটিশনে সংযুক্ত করা হইয়াছে। এ্যানেক্সার-এন এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অনুধাবনের নিমিত্তে 'এ্যানেক্সার-এন' এর পূর্ণাঙ্গরুপ এখানে অনুদৃত হইল;

"গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বিচার শাখা-২

স্মারক নং-বিচার-২/পি-৩/৯৪/১২১৩ তারিখঃ ২৭.০৫.২০০৮ খ্রিঃ

প্রেরকঃ এ,কিউ,এম নাছির উদ্দীন
সিনিয়র সহকারী সচিব

প্রাপকঃ প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
রুম নং-৫২৮, ৫ম তলা, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

বিষয়ঃ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের উচ্চমান সহকারীগণের পদমর্যাদা, বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির নিমিত্ত রীট পিটিশন নং-৭৪৭৮/২০০৩ এবং উহা হইতে উদ্ভুত সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল নং-১৪৫৬/২০০৫ এর রায়/আদেশ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে নির্দেশিত হইয়া বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের উচ্চমান সহকারীগণের পদমর্যাদা, বেতন স্কেল ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির নিমিত্ত রীট পিটিশন নং-৭৪৭৮/২০০৩ এবং উহা হইতে উদ্ভুত সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল নং-১৪৫৬/২০০৫ এর রায়/আদেশ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ, বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ, বাস্তবায়ন অধিশাখা-২ এর ১৩/১২/২০০৬ খ্রিঃ তারিখের অম/অবি(বাস্তঃ-২) রীট পিটিশন (হাইকোর্ট)-১২/০৪/২৪১ নং স্মারকে উচ্চমান সহকারীগণকে বেতন স্কেল/১৯৯৭ এর টাকা ৩,৪০০-৬,৬২৫/- (২০০৫ সনের টাকা ৫,১০০-১০,৩৬০) টাকা প্রদানে সম্মতির প্রেক্ষিতে এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ০১/০৭/২০০৭ খ্রিঃ তারিখের সম/সওব্য-৫ শাখা/বিচার/০১/০৭-১৩৬ নং স্মারকে তাহাদের পদবী পরিবর্তনক্রমে ২য় শ্রেনীর গেজেটেড করণে সম্মতি প্রদান করায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের উচ্চমান সহকারীগণের পদবী প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং বেতন স্কেল ২০০৫ সনের জাতীয় বেতন স্কেলে টাকা ৫,১০০-১০,৩৬০/- ও পদমর্যাদা ২য় শ্রেনীর গেজেটেড করণে সরকারের মঞ্জুরী জ্ঞাপন করিতেছি।

ক্রমিক নং	পদের নাম	বেতন স্কেল/১৯৯৭	জাতীয় বেতন স্কেল/২০০৫
	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	বেতন স্কেল টাকা ৩,৪০০-৬,৬২৫/-	বেতন স্কেল টাকা ৫,১০০-১০,৩৬০/-

২। এই ব্যয় ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরে ২-৬১২১-০০২০ হাইকোর্ট বিভাগ খাতের অধীনে যথোপযুক্ত খাত হইতে বিকল্পনীয়।

৩। ইহাতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ, বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ, বাস্তবায়ন অধিশাখা-২ এর ১৩/১২/২০০৬ খ্রিঃ তারিখের এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, সওব্য শাখা-৫ এর ০১/০৭/২০০৭ খ্রিঃ তারিখের উপরোল্লিখিত স্মারকদ্বয়ের সম্মতি রহিয়াছে।

৪। এই বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৩ই মার্চ, ২০০৮ খ্রিঃ তারিখের অপবি/মসশা/উপবৈ-১৫(০৩)০৮/২৯২(২) নং স্মারক মোতাবেক উপদেষ্টা বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক পদবী ও বেতন স্কেল পরিবর্তন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধি ও সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধন করিতে হইবে।

৬। এই আদেশ ০১/০৯/২০০৪ খ্রিঃ তারিখ থেকে কার্যকর হইবে।

আপনার বিশ্বস্ত
(এ,কিউ,এম, নাছির উদ্‌দীন)
সিনিয়র সহকারী সচিব

নং-বিচার-২/১পি-৩/৯৪/১২১৩ তারিখঃ ২৭.০৫.২০০৮ খ্রিঃ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, কক্ষ নং-৫২৮, ৫ম তলা, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকাকে অবহিত করার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় (ব্যয় নিয়ন্ত্রণ-২) কে অনুরোধ করা হইল।

(এ,কিউ,এম, নাছির উদ্‌দীন)
সিনিয়র সহকারী সচিব

অম/অবি(ব্যঃনিঃ-২)/বিচার-১/২০০৮-১১৮ তারিখঃ ২৯.০৫.২০০৮ খ্রিঃ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, কক্ষ নং-৫২৮, ৫ম তলা, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকাকে অবহিত করার জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল।

(রীতা সেন)
উপ-সচিব
(ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা-১)
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

নং-বিচার-২/১পি-৩/৯৪-১২১৩/১(৬) তারিখঃ ২৭.০৫.২০০৮ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইলঃ

১। সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
৪। ভারপ্রাপ্ত সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

(এ,কিউ,এম, নাছির উদ্‌দীন)
সিনিয়র সহকারী সচিব"

উপরোক্ত 'এ্যানেক্সার-এন' পর্যালোচনায় ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান যে, মোঃ আশ্রাফ আলী (মুকুল) একা পূর্বে বর্ণিত রীট পিটিশন-৭৪৭৮/২০০৩ দায়ের করিয়াছিলেন এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একই পদবীধারী সকল কর্মচারীগণকে তাহার সুবিধা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, যাহা 'এ্যানেক্সার-এন' এর মাধ্যমে প্রতিফলন হইয়াছে। মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের এই ধরনের নির্দেশ প্রতিপালন করা হাইকোর্টের অধঃস্তন পর্যায়ের সকলের উপর বাধ্যকর যাহা বাংলাদেশের সংবিধানের ১১১ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি কিন্তু যখন দেখা যায় দরখাস্তকারীগণ উপরোক্ত রীট পিটিশনের রায়ের কপি এবং রায়ের আলোকে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের উচ্চমান সহকারী পদধারীদের সচিবালয়ের চাকুরীরতদের ন্যায় দ্বিতীয় শ্রেনীর গেজেটেড পদমর্যাদা প্রদান করে এবং ঐ সকল বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রতিবাদীদের বরাবরে নোটিশ ডিমান্ডিং জাষ্টিস প্রেরণ করেন তখন তাহা প্রতিপালন করা সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও অবজ্ঞা করিয়া এড়িয়া চলা সত্যিই সংবিধানের ১১১ নং অনুচ্ছেদ এর চরম লঙ্ঘনসহ নাগরিকের মৌলিক অধিকারের উপেক্ষার নিষ্ঠুরতম আচরণ।

দরখাস্তকারীদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ৫নং প্রতিবাদীদের পক্ষে তথা খাদ্য মন্ত্রণালয় হইতে দরখাস্তকারীদের দাবীর যৌক্তিকতা নির্ধারণের নিমিত্তে খাদ্য

মন্ত্রণালয় এর আওতাভূক্ত খাদ্য অধিদপ্তর একটি কমিটি গঠন করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মচারী পরিষদের দাবী ছিল, যাহা নিম্নরূপ;-

> "প্রধান সহকারী, হিসাব রক্ষক, ষাটলিপিকার পদ সমূহের পদবী পরিবর্তন পূর্বক যথাক্রমে প্রশাসনিক কর্মকর্তা, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা নাম করণ করতঃ তত্ত্বাবধায়ক পদসহ সকল পদের বেতন স্কেল বৃদ্ধিসহ দ্বিতীয় শ্রেনীর গেজেটেড কর্মকর্তা পদে উন্নীত করতে হবে।"

অতঃপর বর্ণিত কমিটির সুপারিশ, অধিদপ্তরের মতামত সংযুক্ত সহকারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে ২নং প্রতিবাদী বরাবরে (এ্যানেক্সার-ও) প্রেরণ করিলে ২নং প্রতিবাদীর মধ্যে ৫নং প্রতিবাদীর বেশ কয়েকবার দাপ্তরিক যোগাযোগ হয় যাহা (এ্যানেক্সার-ও-১) মূলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান।

'এ্যানেক্সার-ও,ও-১' এর বক্তব্য অনুযায়ী স্পষ্টই প্রতীয়মান যে, দরখাস্তকারীগণ বাংলাদেশ সচিবালয়ে ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে কর্মরত একই দায়িত্ব ও কর্তব্যের পদভূক্ত সরকারী কর্মচারী কিন্তু বাংলাদেশ সচিবালয়ের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে 'এ্যানেক্সার-জি', 'এ্যানেক্সার-এইচ', 'এ্যানেক্সার-জে' এর সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হইয়াছে যাহা দরখাস্তকারীদের ক্ষেত্রে হয় নাই বিধায় তাহাই অত্র রীট পিটিশনে চ্যালেঞ্জের বিষয়। ঐ সমস্ত আদেশাবলী শুধু বাংলাদেশ সচিবালয়ের কর্মচারীদেরকে এককভাবে দেওয়ার সুযোগ নাই। এই সমস্ত আদেশের ফল সম পর্যায়ের সকল কর্মচারীদের জন্যই প্রযোজ্য। তাই একই শ্রেণীর কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না। একই পদভূক্ত অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের বেলায় সংবিধানের ২৭ ও ২৯ নং অনুচ্ছেদের মর্মবাণী "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী" বা "প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ

বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে" তাহা একইরূপ প্রযোজ্য।

দরখাস্তকারীদের প্রতি যে ধরণের আচরণ করা হইয়াছে সংবিধানের ২৭ নং অনুচ্ছেদের বরখেলাপ এবং যাহা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতিবাদী পক্ষগণ সংগঠিত করিয়া দরখাস্তকারীগণের প্রতি অসংবিধানিক, বৈষম্যমূলক ও অমানবিক আচরণ করিয়াছেন যাহা স্বেচ্ছাচারমূলকসহ আদালত অবমাননার শামিল। যাহা হইতে কোন অবস্থায় প্রতিবাদীগণ অব্যাহতি পাইতে পারেন না এবং সেই জন্য দরখাস্তকারীগণ যথাযথ ক্ষতিপূরণের ও নির্দেশ পাইতে হকদারও বটে। কিন্তু যেহেতু রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা এবং কার্যাবলী এক হাতে বা মন্ত্রণালয়ে সম্পন্ন হয় না বরং সেগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হাতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং একটি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আর একটি মন্ত্রণালয় নির্ভরশীল এবং পারস্পারিক সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমেই পরিচালিত হয় যেহেতু এককভাবে কাহাকেও দায়ী করা দুঃস্কর, সেই জন্য ভবিষ্যতে এই ধরণের আন্তঃমন্ত্রণালয়ী জটিলতা যাহা পরিহার করিয়া সকল চাকুরীজীবীদের প্রতি সমআচরণ যাহা সংবিধানের ২৯ নং অনুচ্ছেদে নিশ্চয়তা প্রদান করা হইয়াছে তাহা নিশ্চিত করা যায় সেই বিষয়ে প্রতিবাদীগণসহ সকল মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের আরো সহানুভূতিশীল মনোভাব এবং আন্তরিক মনোযোগ থাকিবে বলিয়া অত্র আদালত আশা করেন; তাহা না হইলে গুরুত্বহীন মন্ত্রণালয়ের একই পদমর্যাদার ও দায়িত্ব কর্তব্য পালনকারী সরকারী কর্মচারীদের ভাগ্যের ছিকাছিড়া সত্যই কষ্টসাধ্য হইবে।

এ ধরনের বৈষম্যমূলক বিতর্কিত আচরণের বিষয় যখন দেশের সর্বোচ্চ আদালত হইতে নিষ্পত্তিমূলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সেই সিদ্ধান্তের বিষয় উল্লেখসহ

মন্ত্রণালয়ে কেহ দরখাস্ত করেন তবে তাহার সত্যতা যাচাই করিয়া প্রতিপালন করা সংবিধানের ১১১ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেকের নিকট আইনসঙ্গতভাবে বাধ্যবাধকর। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক আইন হাইকোর্ট বিভাগ এবং সুপ্রীম কোর্টের যে কোন বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন অধঃস্তন সকল আদালতের জন্য অবশ্য পালনীয় হইবে, এমন কি তাহা সকল কর্তৃপক্ষের উপর ও সাংবিধানিকভাবে বাধ্যবাধকর। এক্ষেত্রে ৩৫ ডি,এল,আর (এডি) পৃষ্ঠা ৭, বাংলাদেশ গং-বনাম-মোঃ সলিমুল্লাহ গং সিভিল পিটিশন ফর স্পেশাল লিভ টু আপীল নং-৩০,৩১,৬৮/১৯৮২ এবং ৯/১৯৮১ এর নজির এখানে প্রণিধানযোগ্য যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "The law declared by either Division of the Supreme Court shall be binding on all courts subordinate to it (Art-111) and a constitutional obligation is created on the authorities to act in aid of the Supreme Court (Art-112)."

এমনকি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি কোন মামলা মোকদ্দমায় পক্ষও না হন তবুও আদালতের আদেশ সম্পর্কে তাহার বা তাহাদের জ্ঞাত করান হইলে বা থাকিলে তাহা তাহাদের প্রতিপালন করা অবশ্য করণীয়। এক্ষেত্রে আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের ২১বিএলডি(এডি) ৬৩, বাংলাদেশ ব্যাংক-বনাম-জাফর আহমেদ চৌধুরী গং মোকদ্দমার নজির উল্লেখ্য যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "A person who is aware of an order of this court is bound to obey the same even though he was not a

party to that when it affects the result of the earlier order."

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১১নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ঘোষিত আইন সকলের উপর অবশ্য সাংবিধানিকভাবে বাধ্যবাধকর; যাহা সংবিধানের ১১২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রতিপালনের ক্ষেত্রে সকল নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সহায়তা প্রদানের বিধান রহিয়াছে, সেখানে যদি উক্ত বিভাগদ্বয় তাহা কার্যকর করার জন্য সুপ্রীম কোর্টকে আন্তরিকভাবে সহায়তা করিতেন তবে অনেক ক্ষেত্রেই এ ধরণের অযথা অধিকহারে রীট মোকদ্দমার ভার সুপ্রীম কোর্টকে বহন করিতে হইত না এবং জনগণও অযথা হয়রানির হাত হইতে রেহাই পাইতেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ভবিষ্যতে সংবিধানের ১১২ নং অনুচ্ছেদ এর প্রতি সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলি আরো মনোযোগী হইবেন যাহা আদালত আশা করেন।

উপরোক্ত আলোচনা ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে আমরা একমত যে, দরখাস্তকারীগণ পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্যে যথেষ্ট জোরাল যুক্তি রহিয়াছে যাহা বিবেচনায় নেওয়া আইনসঙ্গত এবং ন্যায় বিচারের পরিপূরক এবং তাহাই সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা প্রতিষ্ঠিত করিবে বিধায় রুলটি এ্যাবসলিউট হওয়া উচিৎ।

অতএব,

ফলাফল,

এমতাবস্থায় নিম্নোক্ত নির্দেশনার আলোকে রুলটি এ্যাবসলিউট করা হইলঃ-

(ক) দরখাস্তকারীগণকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ইস্যুকৃত স্মারক নং-সম/সওবা/টিম-১(সংস্থাপন-সাংকাঃ)-২৩/৯৪/১৭০

তারিখ ২৯/০৫/১৪০২ বাংলা ১৩/০৯/১৯৯৫ ইং মোতাবেক **'এ্যানেক্সার-জি'** মূলে প্রশাসনিক কর্মকর্তার পদবীতে পরিবর্তন করার;

(খ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ শাখার স্মারক নং-সম(কল্যাণ)অংশ-৩/৯০-৬৪ তারিখ ১৫/০১/১৪০৪ বাংলা মোতাবেক ১৮/০৪/১৯৯৭ ইং **'এ্যানেক্সার-এইচ'** মূলে দরখাস্তকারীদের সচিবালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তার এবং ব্যক্তিগত কর্মকর্তাদের ন্যায় বেতন স্কেল ১৭২৫-৩৭২৫/- টাকায় নির্ধারণসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা পদমর্যাদায় উন্নীত করার;

(গ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ, বাস্তবায়ন শাখা-১, স্মারক নং-অম/অবি(বাস্ত-১)/বিবিধ-১১/৯৮/১৩৪(২০০০) তারিখ ১৮/০২/১৪০৬ বাংলা মোতাবেক ০১/০৬/১৯৯৯ ইং **'এ্যানেক্সার-জে'** মূলে দরখাস্তকারীদের সচিবালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তাদের ন্যায় বেতন স্কেল কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হইল।

এই সকল নির্দেশনাগুলি ৩(তিন) মাসের মধ্যে কার্যকর করার বাধ্যবাধকতা রহিল।

বিচারপতি মোঃ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ

আমি একমত।